VIVEKANANDA COLLEGE
THAKURPUKUR
KOLKATA-700063

NAAC ACCREDITED 'A' GRADE

Topic: Anupalabdhi as a source of Veridical Cognition

Course Title: Outlines of Indian Philosophy

Paper:CC3

Unit: Mīmāmsā Philosophy

Semester: 2nd

Name of the Teacher: Pragya Bhattacharjee

Name of the Department: Dept. of Philosophy

8

মীমাংসা অভিমত বলতে সাধারণত ভাট্ট ও প্রাভাকর সম্প্রদায় কর্তৃক আলোচিত মতকেই আমরা বুঝে থাকি। জ্ঞানের উৎস বিষয়ে এই দুই সম্প্রদায় এর মধ্যে মত পার্থক্য আছে। মীমাংসা দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি জৈমিনি প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিন প্রকার প্রমানের কথা বলেন। আবার প্রাভাকর মতের সমর্থকগন পাঁচ প্রকার প্রমাণের উল্লেখ করেছেন। ভাট্ট মতের প্রতিষ্ঠাতা জয়ন্ত ভট্টর অনুগামীরা ছয়টি প্রমাণের কথা বলেছেন। ভাট্ট মীমাংসক ও অদ্বৈত বেদান্ত দার্শনিকগণ অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ রূপে স্বীকার করেন। এবং অভাব গ্রাহক প্রমাণ রূপে অনুপলব্ধি-র কথা উল্লেখ করেন। ভাট্ট মতে, যেহেতু অভাব ভাব পদার্থ থেকে ভিন্ন, সেহেতু ভাব পদার্থ সমূহের গ্রাহক প্রমান অপেক্ষা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ প্রমান অপেক্ষা ভিন্ন প্রমানের দ্বারা অভাবকে জানা যাবে এবং সেই অতিরিক্ত প্রামানটি হল অনুপলব্ধি। অনুপলব্ধি

কথার আক্ষরিক অর্থ **উপলব্ধির অভাব**। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য **মানমেয়োদয়** গ্রন্থে নারায়ণ ভট্ট বলেছিলেন-

"**অথোপলম্ভ যোগ্যত্বে সত্যপ্যনুপলম্ভনম্।**

অভাবাখ্যং প্রমাণং স্যাদভাবস্যাববোধকম্।"

অর্থাৎ যদি কোন বস্তু প্রত্যক্ষ যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তা প্রত্যক্ষগোচর না হয় তাহলে সেই অপ্রত্যক্ষের দ্বারা একটি বস্তুর অভাবের জ্ঞান হয়। আর এই অভাববোধক জ্ঞানই হল অনুপলব্ধি(Non-apprehension).

ভাব পদার্থের সাথেই ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয়। অভাব পদার্থের সাথে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয় না। সেই কারণে অভাব জ্ঞান **প্রত্যক্ষ লব্ধ নয়।** অভাব জ্ঞান **অনুমান জন্যও নয়।** অনুমান পরামর্শের উপর নির্ভর করে। অভাব জ্ঞানে পরামর্শ থাকে না। সদৃশ জ্ঞান নির্ভর না

হওয়ায় অভাবের জ্ঞানকে **উপমিতি বলা যাবে না**। আপ্ত ব্যক্তির বাক্য নির্ভর না হওয়ায় অভাব জ্ঞান **শব্দ প্রমাণ মূলক নয়।** এই জন্য ভাট্ট মীমাংসক গন অভাব জ্ঞান গ্রাহক এক স্বতন্ত্র প্রমানের উল্লেখ করেন এবং তা হল অনুপলব্ধি।

ভাট্ট গন বলেন যে অনুপলব্ধিকে যোগ্য অনুপলব্ধি হতে হবে। উপলব্ধির যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিযোগীর অনুপলব্ধি হলে তাকে বলা হবে **যোগ্য অনুপলব্ধি** । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ভূতলে ঘটাভাব জ্ঞান হওয়ার কালে সেখানে প্রতিযোগী ঘটের উপলব্ধি না হলেও বা ঘটের সাথে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ না হলেও প্রতিযোগী ঘটের প্রত্যক্ষের অনুকূল অন্যান্য শর্ত গুলো সেখানে উপস্থিত, যেমন চক্ষু উন্মিলন, চক্ষু মনের সংযোগ, আলোক সংযোগ ইত্যাদি। এই সব অনুকূল শর্ত সহযোগী হল ঘটের

অনুপলব্ধির যোগ্যতা। এই প্রকার যোগ্য অনুপলব্ধি থেকে অভাবের জ্ঞান হয়। শুধু মাত্র অনুপলব্ধির জন্য নয়।

নৈয়ায়িকরা অভাব জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুপলব্ধিকে স্বীকার করলেও তাঁরা তাকে স্বতন্ত্র বা পৃথক প্রমান রূপে মেনে নেন না। যদিও তাঁরা অভাব জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুপলব্ধির কার্যকারীতা স্বীকার করেন। ন্যায় মতে প্রত্যক্ষ প্রমানের দ্বারা অভাব জ্ঞানের ব্যাখ্যা সম্ভব। ভুতলে ঘটের জ্ঞান চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা হয় তেমনি ভুতলে ঘটের অভাব জ্ঞানও চক্ষু ইন্দ্রির দ্বারা প্রত্যক্ষ কর সম্ভব। চক্ষু উন্মীলিত না করে যেমন বলা যায় না এই ভূতলে ঘট আছে তেমনি চক্ষু উন্মীলিত না করে বলা যায় না যে এই ভূতলে ঘট নেই বা ঘটাভাব আছে। ন্যায় মতে বিশেষ্য বিশেষণ ভাব সন্নিকর্ষ দ্বারা অভাব প্রত্যক্ষ হয়। ভূতলের সাথে চক্ষুর সংযোগ সন্নিকর্ষ হলে বিশেষ্য ভূতলের যেমন প্রত্যক্ষ হয়,

তেমনি ভূতলের বিশেষণ রূপে ঘটভাবেরও প্রত্যক্ষ হয়। এক্ষেত্রে অভাবের সাথে ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না হলেও পরম্পরা সম্বন্ধ হয়। এই পরম্পরা সম্বন্ধ হল বিশেষ্য বিশেষণ ভাব সম্বন্ধ। ন্যায় বৈশেষিক গন অভাব জ্ঞানের গ্রাহক প্রমাণ রূপে অনুপলব্ধি কে স্বীকার করেন না। অবশ্য তাঁরাও যোগ্য অনুপলব্ধির কথা বলেছেন। আবার নৈয়ায়িকগণ অনুপলব্ধিকে অভাব জ্ঞানের একমাত্র কারণ না বলে সহকারী কারন বলেন। তাঁদের মতে প্রত্যক্ষ প্রমান দ্বারা অভাব জ্ঞানের ব্যাখ্যা করা যায়। তবে কিছু ক্ষেত্রে অভাব জ্ঞানের গ্রাহক অনুমান প্রমাণ হতে পারে।

প্রাভাকর মিমাংসক গন অনুপলব্ধিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলেন না। কারন অভাব অসিদ্ধ। অভাব তার অধিকরণের থেকে ভিন্ন কিছু নয়। অনুমানাদি প্রমানের দ্বারা অভাবের জ্ঞান হতে

পারেনা। কারন সেসব জ্ঞান প্রত্যক্ষ নির্ভর। কাজেই প্রাভাকর মতে অভাব অসিদ্ধ এবং অভাব জ্ঞানের গ্রাহকও অসিদ্ধ।

তথ্য সূত্র

১/ তর্কসংগ্রহঃ অধ্যাপনাসহিতঃ ; গোস্বামী নারায়ণ চন্দ্র; সংষ্কৃত পুস্তক ভান্ডার

২/ভারতীয় দর্শন; ভট্টাচার্য সমরেন্দ্র; বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড

৩/ ভারতীয় দর্শন; মুখোপাধ্যায় ফাল্গুনী; বিজয় পাবলিশিং হাউস

৪/ তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহ দীপিকা; বাগচী দীপক কুমার; মিত্রম